গদাই বাওয়ালী তার এ বার্ষিক আছে।
একটি মানুষ দেয় শার্দ্দুলের কাছে।।
হরিপাল যবে নৌকা খুলিবার চায়।
সেইদিন বাঘের বার্ষিক দিতে হয়।।
গদাই বাওয়ালী বলে 'হরিপাল শুন।
টাকা দিবে বলেছিলে দেহ তা এখন।।'
'হরিপাল বলে টাকা দিব কি কারণ।
নৌকা উঠাইয়া দিলে দেখিয়া স্বপন।।'
শুনিয়া গদাই রাগ হ'ল অতিশয়।
মৌখিকেতে সাধু ভাষা হরিপালে কয়।।
আশা ছিল হরিপাল দেশে ফিরে যাবে।
তারপর গদাই সে নৌকা তুলে নিবে।।
তাহা নাহি হ'ল আরো টাকা নাহি দেয়।
জানে প্রাণে মারিব যেমন দুরাশয়।।
গদাই বলেছে 'হরি ধর্মপুত্র তুমি।
চল বাছা চক্ দেখাইয়া আনি আমি।।
সাধুর তরণী কভু মারা নাহি যায়।
তোমা হ'তে এই কথা হইল প্রত্যয়।
নৌকা পেলে গাছ পেলে বাপরে আমার।
আমার যা আছে তা সকলি তোমার।।
কতগুলি গাছ কাটা আছে ওই চকে।
মমসঙ্গে চল বাছা দিব তা তোমাকে।।
ধর্মপুত্র তুমি তোমা বড় ভালবাসি।
চল যাই তোমাকে দেখা'য়ে ল'য়ে আসি।।
এই গাছ দেশে ল'য়ে যাও ওরে বাবা।
এই গাছ নামাইয়া সেই গাছ নিবা।।
এত বলি দুইজনে চড়ি ডিঙ্গি নায়।
হরিপালে ল'য়ে গদা বাদা মধ্যে যায়।।
দুই তিন নালা খাল পার হ'য়ে গেল।
দুর্গম বাদার মধ্যে হাঁটিয়া চলিল।।
হরিপাল বলে "ওরে গদাই বাওয়ালী।
কই তোর কাটা গাছ কোথা ল'য়ে এলি।।'
গদা বলে 'হরিপাল বুঝিতে না পর।
সময় থাকিতে পরকাল চিন্তা কর।।
আমার নিয়ম আছে বার্ষিক এ স্থানে।
একটি মানুষ দেই বাঘের যোগানে।।
সেইজন্য আসিয়াছি তোমারে লইয়ে।
তোরে দিয়া সে বার্ষিক যাবে শোধ হয়ে।।
হরিপালে ধরি তথা বসাইয়া রাখে।
দূরে গিয়া গদাই 'চালনামন্ত্র' ডাকে।।
বসিলেন হরিপাল নয়ন মুদিয়া।
'মরিলাম হরিচাঁদ বিদেশে আসিয়া।।
কেন মোরে বাদায় পাঠালে স্বপ্নাদেশে।।
রাখ মহাপ্রভু আমি মরিনু বিদেশে।।
এ বিপদে যদি পদে স্থান নাহি দিবে।
অকলঙ্ক নামে তব কলঙ্ক রহিবে।।
বাঘে খা'বে এত ভাবি ছেড়ে দিল দেহ।
চক্ষে ধারা জ্ঞানহারা প'ড়ে গেল মোহ।।
কতক্ষণ তথা অচেতন হ'য়ে ছিল।
দৈবে এক মহাপুরুষ তথায় আসিল।
হরিপালে উঠাইল ধ'রে দুই হাতে।
বলে 'আমি আসিয়াছি ওড়াকান্দী হতে।।
ভয় নাই বাছা রে নয়ন মেলে থাক।
গদাই কি করে তাহা বসে বসে দেখ।।'
হরিগ্রীবা পরে হরি বসে ভর দিয়ে।
দুই দিকে দুই পদ বক্ষে ঝুলাইয়ে।।
দাঁড়িয়ে রহিল এক লৌহ গদা হাতে।
হরিপাল বসিয়া রহিল নির্ভয়েতে।।
উরুযুগ বক্ষে চাপি বঙ্কিম জঙ্ঘায়।
যেন নরসিংহ মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর কায়।।
হরিপাল বাহুযুগে উরু চাপি ধরি।
শ্রীচরণ হেরি দুনয়নে বহে বারি।।
'জীবমানে হেরি নাই শ্রীচরণ-তরী।
দেখিব দেখিব মনে আশা ছিল ভারী।।